॥ প্রস্তাবনা ॥

(ভূমিকা)

১০ গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালের । আদিম যুগে কখনো প্রকৃতির বিরুদ্ধে, কখনো শিকারের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহের জন্যে বন্যপশুর সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে মানুষ এবং তা থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা অপরের কাছে তুলে ধরে পরিতৃপ্ত হয়েছে । আদিম পুরামানবের কাছে প্রকৃতি ছিল বিস্ময়ের বিষয় । প্রকৃতির অমিত শক্তি দেখে তার পশ্চাতে দৈব শক্তির প্রভাব আছে বলেই তাদের মনে হয়েছে । ফলে শক্তিশালী দেবদেবীর অস্তিত্ব কল্পনা করে মানুষ অবনত মস্তকে তাদের প্রভাব মেনে নিয়েছে । এই পথ ধরেই মানুষের আদিম কল্পনা, দৈব বিশ্বাস আর প্রকৃতির প্রভাবকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়েছে নানা বিচিত্র কাহিনী । আদিম মানুষের কাছে সূর্য ছিল জীবনদাতা, পরিত্রাতা । সূর্যের অপার মহিমায় মুগ্ধ মানুষ সূর্যকে নিয়ে গল্প বলেছে অনেক । কঠোপনিষদে, গ্রীক পুরাণে, ঋগ্বেদ সংহিতায়, বিষ্ণুপুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে কখনও নিয়ন্ত্রক রূপে, কখনও নায়করূপে আবার কখনও অবতাররূপে সূর্য আবির্ভূত হয়েছেন । এই সূর্যকে অবলম্বন করেই অজস্র কাহিনী উপকাহিনীর জন্ম হয়েছে ।

কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে, বৈদিক সাহিত্যে, নীতি উপদেশ বিবর্জিত উদার ও রসাত্মক গল্পে, উপনিষদের নীতিকথা সম্বলিত গল্পে ও ভারতীয় পুরাণগুলিতে অসংখ্য গল্পের নিদর্শন মেলে । প্রাচীন গ্রীসের পুরা কাহিনীগুলিতেও সুন্দর সুন্দর গল্পের উপাদান ছড়িয়ে আছে । পাঁচ খণ্ডে রচিত বিষ্ণু শর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থে নীতিকথা পরিবেশনের আড়ালে নিবেদিত হয়েছে গল্প । 'পঞ্চতন্ত্র' নীতি শিক্ষামূলক হলেও 'হিতোপদেশের' মত নীতি শিক্ষা সর্বস্ব নয় । জাতক 'হিতোপদেশ', 'কথাসরিৎসাগর', 'তুতিনামা' ও ঈশপের গল্পে পঞ্চতন্ত্রের প্রাণীতত্ত্বমূলক কাহিনীগুলিই নানা ভাবে বিকশিত । সোমদেব রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুলায়তন গ্রন্থ' কথাসরিৎসাগর' জাতক, পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী যেমন নিবেদিত হয়েছে, তেমনি আছে বৎসরাজ উদয়ন ও তাঁর পুত্র নরবাহন দত্তের রোমাঞ্চ ভরা প্রেম, বিরহ ও মিলনের কাহিনী ।

গুণাঢ্য রচিত ' বৃহৎকথা' , ক্ষেমেন্দ্রর 'কথামঞ্জরী' গ্রন্থের অসংখ্য গল্প ভারতীয় কথাসাহিত্যের উৎস হিসাবে গণ্য । এছাড়া দণ্ডীর' দশকুমার চরিত' বাণভট্ট রচিত' কাদম্বরী'র রোমান্টিক কাহিনী সংস্কৃত কথাসাহিত্যের চরমোৎকর্ষের পরিচয় বহন করে ।' দশকুমার চরিতে' কাহিনীর বৈচিত্র্যে , নাটকীয়তায় , ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়ে মুসলমান আক্রমণের পূর্ববর্তী যুগের ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে '।' বেতাল পঞ্চবিংশতি'র কাহিনীগুলি বিচ্ছিন্ন হলেও ধর্মনীতি ও লোকনীতি গল্প - গুলিতে অভিনব রচনা কুশলতায় শিল্পীত হয়েছে । বুদ্ধদেবের অলৌকিক জীবনকে উপজীব্য করে রচিত প্রায় পাঁচশো জাতকের গল্পে বোধিসত্ত্ব নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন । জন্মজন্মান্তরের পথ ধরে বুদ্ধদেব কখনো জীবজন্তুরূপ , কখনো মানুষরূপে আবির্ভূত হয়ে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন । জাতকের গল্প তাঁর সেই বিবর্তনের কাহিনীই ধরে রেখেছে । শুধু ভিক্ষু জীবনের কাহিনীই জাতকের গল্পে ছড়ানো নেই , নতুন নতুন চরিত্রসৃষ্টি , কাহিনী বিন্যাস , গল্প রচনাকৌশলের মধ্য দিয়ে আশ্চর্য - সুন্দরভাবে জাতকের গল্পে পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে । জাতকের প্রানী বা মনুষ্যমূলক গল্পগুলির মধ্যে ' শীহচম্ম জাতক' ,' কচ্ছপ জাতক' , সুংসুমার জাতক' , ' বক জাতক' , ' অনুধাদক জাতক' , ' পঞ্চতন্ত্র' ও ঈশপের গল্পে পরিবেশিত হয়েছে । কথা ও আখ্যায়িকা সম্বলিত জাতকের গল্পে নীতিগল্প , রোমান্স ও পারিবারিক ' নভেলা'র উপাদান ছড়িয়ে আছে । ' শুকসপ্ততি' গ্রন্থের সত্তরটি গল্পে মূলতঃ মদনবিনোদের চিত্তবিকারযুক্ত ব্যাভিচারিণী পত্নী প্রভাবতীকে সুপথে আনার জন্য শাপভ্রষ্ট শুকপাখীর মুখে গল্পগুলি বিবৃত হলেও কৌতুককর কাহিনী , চরিত্রের অসংযম , ছলনা ও নীতিভ্রষ্টতাই প্রায় গল্পে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ।

ফার্সী 'তুতিনামা', 'শুক সপ্ততি'র প্রকৃত অনুবাদ না হলেও 'শুকসপ্ততি' অবলম্বনেই রচিত হয়েছে। সহস্র এক রাত্রির অচ্ছেদ্য গল্প কাহিনীর বৃহৎসংকলন আরব্য উপন্যাস পারস্য ভাষায় রচিত হলেও আরবের তপ্ত মরু প্রান্তরে এই গল্পের বীজ একদিন ভারতবর্ষ থেকেই পারস্য হয়ে আরবে পৌঁছেছিল। পারস্যের রাজা শাহরিয়ার স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাই নারী চরিত্রে প্রতি বিতৃষ্ণ রাজা প্রতি রাতে এক এক জন তরুণীকে বিয়ে করে রাত্রি ভোর না হতেই তার শিরশ্ছেদ করেন। অবশেষে মন্ত্রীকন্যা শহরজাদী তাঁকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেন এবং এক হাজার এক রাত ধরে গল্প শুনিয়ে রাজার চিত্ত জয় করেন। প্রেম, ঈর্ষা, কামনা, বাসনা মিশ্রিত কুহকিনী, ছলনাময়ী নারীচরিত্রে বিচিত্র উপাদানেভরা আরব্যরজনীর জন্ম হয়েছিল দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে। আজকের ছোটগল্প তখনো গাঢ় অন্ধকারে ছিল আচ্ছাদিত। কিন্তু সেই তিমির অপসৃত করে আরব্য-রজনী বিচিত্র নারী চরিত্র ও নারী বিদ্বেষী পুরুষ চরিত্র অবলম্বনে যে কাহিনী শুনিয়েছে, ভাবিকালের উপন্যাস ও ছোট গল্পের ভিত্তি রচনায় তা অনেক সাহায্য করেছে।

এ ছাড়া নীতিকথা ও পশুপাখী সম্বলিত লোক সাহিত্যের কাহিনী ও রূপকথার কল্পনানির্ভর স্বপ্নময় কাহিনীতে গল্পের নিদর্শন মেলে। লোকগীতিকা, লৌকিক পুরাণ, জনশ্রুতিমূলক আখ্যায়িকার মধ্যেও কাহিনী রচনার প্রয়াস সার্থকতা পেয়েছে। রূপকথার গল্পে মানবের উদ্দাম কল্পনা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে পেরিয়ে গেছে সাতসমুদ্র তেরোনদীর ঘাঠ। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে রাজা-রানী-রাজপুত্র-রাজকন্যারা অলৌকিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তাদের জীবনের দুঃসাধ্য সাধন করেছে। রূপকথার গল্পে ছড়িয়ে আছে তাদের সুখ দুঃখ হাসিকান্না মিশ্রিত বিচিত্র জীবনের কলরব। অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক উপাদানে সমৃদ্ধ হলেও তাতেই লুকিয়ে আছে গল্পের ইতিহাস। রূপকথার মধুমালা, শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালার কাহিনী ও পাঠক মনে কম আবেদন সৃষ্টি করে না। এ ছাড়া মৈমনসিংহ গীতিকায়,

মহুয়া, মলুয়া চন্দ্রাবতী, কাজলরেখার কাহিনীর মধ্য দিয়ে গল্পের নিদর্শন জীবন্ত হয়ে আছে। নদ - নদী হাওর - জলা বেষ্টিত বাংলাদেশের নরনারীর মুক্ত প্রেমের জয়গান গাওয়া হয়েছে এই সব গীতিকায়। পল্লী কবির অমার্জিত গ্রাম্যভাষা এইগুলিতে পরিবেশিত হলেও মানবজীবনের চিরন্তন সুরই এগুলির একান্ত উপজীব্য। নাথ সাহিত্যের 'গোরক্ষ - বিজয়' ও 'গোপীচন্দ্রের গানে' লৌকিক ও অলৌকিক উপাদানের সংমিশ্রণে গোপীচন্দ্রের ভোগবাসনাময় জীবন থেকে বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হওয়ার পরিচয় আছে। আরাকানের রাজসভার আনুকূল্যে বিরচিত সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতীময়না' প্রভৃতি কাব্যেও প্রেমমধুর জীবন কাহিনীই রূপায়িত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কবি কঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাহিনী, চরিত্র সৃষ্টি ঘটনার উপস্থিতিতে বাস্ত - বতার অনুশীলন ও সমাজজীবনের প্রতিফলন আধুনিক উপন্যাসের ভিত্তিকেই দৃঢ় করে ছোট গল্পের অঙ্কুর পথ প্রস্তুত করেছে। তদুপরি রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ও চৈতন্যজীবনী কাব্যে ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উৎকর্ষ দক্ষতার সঙ্গে অনেক অপূর্বকাহিনী পরিবেশিত হয়েছে।

তবু এই কাহিনী বা আখ্যায়িকাগুলি মানুষের অদম্য গল্প পিপাসা মেটাতে পারে নি। 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প কিংবা 'কথা - সরিৎসাগর', জাতকের কাহিনী, মধ্যযুগের কাব্য ও লোকসাহিত্য ও আরব্য রজনীর কাহিনী শ্রবণ করেও মানুষের সাধ মেটেনি। ইতিমধ্যে পৃথিবী বদলেছে নানা ভাবে। ইউরোপে এসেছে শিল্প বিপ্লব। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে তৈরী হয়েছে কল - কারখানা। নব নব আবিষ্কারের ফলে মানুষের মনের জগত হয়েছে বিস্তৃত। সাহিত্যে ঘটেছে তার প্রতিফলন। বোক্কাচিয়ো, চসার এবং র‍্যাবলে হলেন এই নতুন সাহিত্য চেতনার তিন অগ্রপথিক।

২. বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পের পটভূমিকা রচনায় ইউরোপের অবদান অবিস্মরণীয়। খ্রীস্টীয় দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী এই সময়কালে একদিকে খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ক্রুসেড ও অন্যদিকে রেনেসাঁসের অরুণোদয় এই পটভূমিকায় সামন্ততান্ত্রিক

সমাজ ব্যবস্থার ভাঙন, সার্ফদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্তিলাভ, শিল্পসভ্যতার সূত্রপাত ও জাতীয় ঐক্য ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ভূমিকাকে উর্বর করে তোলে। গ্রীসের উপকথায়, অর্ফিউস - ইউরিদিসের কাহিনী ও রূপবতী রানী আফ্রোদিতের আবির্ভাবের অপূর্ব কাহিনী সম্বলিত গ্রীক রোমান গল্প সাহিত্য, ইস্কাইলাসের বিখ্যাত গ্রীক ট্র্যাজেডী 'Prometheus Bound', অ্যাপোলো ও দাফ্নের কাহিনী, "হার্কিউলিস আর পার্সিয়ুসের দুঃসাহসী অভিযান, ভেনাস এবং আদোনিস - কিউপিড্ এবং সাইকির রোমান্স - সর্বকালের সাহিত্যের সম্পদ। এ সব ছাড়াও অন্ধ কবি মিলিসেনাস্, হোমারের দুটি অমর মহাকাব্য - ইলিয়াড আর অডিসি, অসংখ্য পার্শ্বকাহিনী দিয়ে প্রথম গল্প কথার শ্রেয় স্তর সাজিয়েছে।"[1] ছোট গল্পের বিকাশে এই কাহিনীগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এক্ষেত্রে 'The Holy Bible' এর 'Old Testament', কবি ওভিদের 'Metamorphoses' গ্রন্থে একের পর এক গল্প কাহিনী ছড়িয়ে আছে। পেত্রোনিয়াসের বিখ্যাত 'Satire' সমকালীন সমাজের স্থূল বাস্তবচিত্র, আপুলিয়াসের 'The Golden Ass' এর উদ্ভট গল্পের ভেতরে আধুনিক ছোট গল্পের লক্ষণ সুস্পষ্ট। গ্রীসের বারলাম ও জোসাফট খ্রীস্টান হলেও গৌতম বুদ্ধের কাহিনীকেই যেন শুনিয়েছেন। 'Geesta Romanorum' উপদেশাত্মক গল্প কাহিনীতে ভরপুর হলেও এর ১৮১ টি গল্পের মাধ্যমে পরবর্তীকালের ইয়োরোপীয় সাহিত্য নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

অ্যাংলো স্যাক্সন জাতির বীরত্বপূর্ণ কাহিনী বেউলফ, রাজা আর্থার ও তাঁর রানী গুইনিভিয়ারের গল্প, নাইটদের (রাজা আর্থারের) গল্প, শার্লামেনের গল্প, ফ্রান্সের 'Contes De'vots' কাল্পনিক 'Many Satires' প্রভৃতি নীতি-কাহিনী ইয়োরোপের মাটিতে গল্পের বীজ বপন করে। এইভাবে গল্প সৃষ্টির মাটি যখন আরও উর্বর হয়ে উঠল তখন ইটালীতে রেনেসাঁসের প্রভাবে জাতীয় জীবনে দেখা দেয় নতুন উদ্দীপনা। শিল্পে, সাহিত্যে এই নতুন জীবনাদর্শ বিচিত্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সে দেশে সাহিত্যে নবজাগরনের প্রতিনিধিত্ব করলেন দান্তে, পেত্রার্ক ও বোক্কাচিয়ো। দান্তের ডিভাইন কমেডি, পেত্রার্কের সনেট আর বোক্কাচিয়োর

১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যে ছোট গল্প, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৮৪, ডি.এম.লাইব্রেরী, কলিকাতা, পৃষ্ঠা -১০৭

'ডেকামেরনের' কাহিনী বর্তমানের বিচিত্র হৃদয়ার্তিকেই যেন প্রতিধ্বনিত করে তুলল। পিয়োভনি বোক্কাচিয়ো প্রথমে কাব্যচর্চা করতেন। ওভিদের অনুসরনে তিনি যে অধ্যাত্মিকতামূলক কাব্য রচনা করেছিলেন তাতে ছিল রোমান্সের প্রাধান্য। বোক্কাচিয়োর জীবনে রাজজাত কন্যা নায়িকা ফিয়ামেত্তার আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু ভালোবাসার পরিবর্তে ফিয়ামেত্তা যখন তাকে বঞ্চনা দিলেন তখন অন্তর বেদনায় দগ্ধ হয়ে তিনি রচনা করলেন 'Filostrato'। তারপর ইটালীতে এল মহামারী, মৃত্যু হল নায়িকা ফিয়ামেত্তার। অধ্যবসিত বোক্কাচিয়ো তীব্র মানসিক যন্ত্রনায় কাব্যচর্চা ছেড়ে দিয়ে ধরলেন গদ্য। গদ্যেই তিনি জীবনের ছবি আঁকলেন। 'ডেকামেরন' তাই গদ্য রচনা। 'ডেকামেরণের' গল্পগুলো ছোটগল্প নয়, নভেলা। কিন্তু এই গল্পগুলি থেকেই এ কালের উপন্যাস ও রোমান্স প্রধান ছোট গল্প রচনার পথ প্রশস্ত হয়েছে। 'ডেকামেরণ' একশত গল্পের সংকলন। ইটালীতে ব্ল্যাকডেথের মহামারিতে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ যখন শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন সাতজন তরুণ ও তিনজন তরুণী এসে আশ্রয় নিয়েছিল গ্রামের একটি শূন্য প্রাসাদে। দশদিন ধরে এই দশজন বিচিত্র গল্প পরিবেশন করেছে। এই 'ডেকামেরনে'র গল্পগুলির মাধ্যমে বোক্কাচিয়ো এক অসাধারণ জীবনবোধ, গল্প-সৃষ্টির অভিনব কৌশলের মধ্য দিয়ে ইটালীয় নভেলার সংকলনকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

কথাসাহিত্যে বোক্কাচিয়োর পরই যাঁর নাম করতে হয় তিনি জিওফ্রে চসার। চসার কাব্যরচয়িতা হলেও তাঁর কাব্যের মধ্যেই ছিল গল্পের বীজ। তিনিই ইংরেজী সাহিত্যের জনক। ইংরেজী ভাষাকে তিনিই প্রথম সাহিত্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা', 'দি লিজেন্ড অব গুড উইমেন' এবং 'ক্যান্টারবেরিটেলস' এই তিনটি গ্রন্থই মূলতঃ তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বাহক। বিশ্ব সাহিত্যের নানা উৎস থেকে তিনি গল্পের উপাদান আহরণ করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'ক্যান্টারবেরি টেলস' গ্রন্থের পূর্বকথা বলা হয়েছে। ক্যান্টারবেরির তীর্থ যাত্রীরা তাদের যাত্রাপথের ক্লান্তি ও একঘেয়েমি কাটানোর জন্য প্রত্যেক একটি করে গল্প বলবে, যে সবচেয়ে ভালো গল্প বলবে তাকে ফেরার পথে সরাইওয়ালার তুষ্টিকর ভোজে আপ্যায়িত করা হবে। তদনুযায়ী যাত্রাপথে প্রত্যেকেই একটি করে গল্প শুনিয়েছে। 'ক্যান্টারবেরি টেলসে'

রোমান্স, নীতিকথা রূপক গল্প, নরনারীর বিচিত্র কাহিনীর অনেক উপকরণ মধ্যযুগীয় সাহিত্য থেকে আহরিত। তবুও বলা যায় 'ক্যান্টারবেরি টেলস্‌ই' পরবর্তীকালের ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প রচনায় আশ্চর্যভাবে সাহায্য করেছে। ছন্দোবদ্ধ কাব্যে গল্পের কাহিনীকেই তিনি এখানে বিবৃত করেছেন। তীর্থযাত্রীদের কথোপকথনে, কলহ ও মন্তব্যের মধ্য দিয়ে কাহিনীগুলি আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তি, পর্যবেক্ষণ নৈপুণ্য, গল্প বলার সাবলীলতা ও সংস্কারবিহীন উদার জীবন চেতনা তাঁর কাব্য কাহিনীকে ছোট গল্প সংগ্রহের মতোই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বোক্কাচিয়ো ও চসারের মতো কথাসাহিত্যের আরেকজন অগ্রদূত হলেন ফ্রাঁসোয়া র‍্যাব্‌লা। র‍্যাব্‌লা ফরাসী গদ্যের সার্থক জনক। তাঁর 'Gargantua et Pantagruel' তাঁকে খ্যাতির চেয়ে অপবাদই দিয়েছে বেশী। এই গ্রন্থে দৈত্যপুত্র প্যান্টাগ্রুয়েলের বাল্যকাল, শিক্ষালাভ, দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী স্থান পেয়েছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ কিংবা প্রহসন সাহিত্যের সব শাখারই উপকরণ আছে তাঁর গ্রন্থে। কাহিনীগুলির সংহতি গুণ তেমন নেই। উপকথা ও বক্তৃতার ভিড়ে কাহিনীর ধারাবাহিকতা বিনষ্ট। কিন্তু সংলাপ রচনার পরিদর্শিতায়, হাস্যরসিকতায়, বাগচাতুর্যে ও উচ্ছ্বসিত উদ্দাম কাহিনী পরিবেশনে র‍্যাবলার গ্রন্থ বিশ্বের কথা সাহিত্যের সম্ভাবনাপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

সবশেষে বলা যায় বিশ্বের কথাসাহিত্যের পটভূমিকায় বোক্কাচিয়ো দিয়েছেন ঘটনা, চসার যুগিয়েছেন চরিত্র আর সংলাপ রচনা করেছেন র‍্যাব্‌লা। তাই আধুনিক ছোট গল্পের পটভূমিকা রচনায় বোক্কাচিয়ো, চসার ও র‍্যাবলা এই তিন শিল্পী একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়ে আছেন।

৩. বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাসের জন্ম হয়েছে অষ্টাদশ শতকে। মধ্যযুগীয় রোমান্স ভরা কথা (Fable) পরিবর্তনের পথ ধরে বোক্কাচিয়োর হাতের স্পর্শে জন্ম দিয়েছিল

'Novella' বা নব গল্পের । পরবর্তীতে এই নবগল্প থেকেই এসেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর উপন্যাস । নব গল্পে ছিল কেবল রোমান্সেরই ছড়াছড়ি । কিন্তু উপন্যাসে এল চরিত্র ঘটনা ও কাহিনীর সংমিশ্রণ বাস্তব চিত্রের প্রাধান্য । তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের ফলে ইয়োরোপীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এসে বিরাট পরিবর্তন । ফলে যুক্তিবোধ ও বিচারশক্তিতে উদ্দীপিত মানুষ দেশ কাল ও সমাজ বিবর্তনের মধ্যে সাহিত্যেও নতুন কিছু খুঁজল । সাহিত্যে এই নবীনতার স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রপথিক ছিল ফরাসী দেশ । অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ফ্রান্সে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভলতেয়ার । সারাজীবন ধরে অবিশ্রান্ত ভাবে তিনি লিখে গেছেন । নাটক, দর্শন ছাড়াও কথা সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ । তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'Candide' বিশ্ব সাহিত্যে স্মরণীয় । এছাড়া 'Jeannot and Colin', Bababee & Fakirs নামক গ্রন্থে তাঁর গল্প প্রতিভার পরিচয় মেলে । পরবর্তীতে ভলতেয়ারের প্রভাবেই আবির্ভাব এনসাইক্লোপিডিস্টদের । এ যুগের বিপ্লবাত্মক চিন্তা চেতনার বিস্ফোরণরূপ এনসাইক্লোপিডিয়া রাজতন্ত্র ও ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ ক্রোধ, ঘৃণা প্রকাশ করতে থাকলে রাজশক্তি সাময়িকভাবে এনসাইক্লোপিডিয়ার কণ্ঠরোধ করল, কিন্তু সম্পাদক দেনিস দিদারো রাজতন্ত্র ও পুরোহিত তন্ত্রের বিরুদ্ধে এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রতিবাদ ধ্বনিত করলেন । শুধু তাই নয়, দিদারো লিখেছেন গল্পও । তাঁর 'Two Friends of Bourbonne' গল্পটি প্রসিদ্ধ ।

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুদ্ধকালীন ঘটনাগুলি সমকালীন লেখকবৃন্দের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে । ফলে ফরাসী সাহিত্যে জন্ম হল Romanticism-এর । ইংল্যান্ডেও রোমান্টিকভাবধর্মে অনুপ্রাণিত কবিবৃন্দ ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুললেন । ইংরেজ কবিকুলের কাব্যেও সেই বিপ্লবেরই অনুরণন শোনা গেল । কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেল ফরাসী বিপ্লব । নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর কর্মচারী স্তাঁদাল, ইটালীর বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তিনিই লিখলেন 'Le Rougeet LeNoir' উপন্যাস । উপন্যাস ছাড়াও 'The Philtre' ও 'The Jew' প্রভৃতি গল্প তাঁর ছোটগল্প নির্মাণ কুশলতার পরিচয় বহন করে ।

স্তাঁদালের পর ফরাসী সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন ব্যালজাক। বিষয়বস্তুর নবীনতায়, রচনাশক্তির অসাধারণত্বে অসংখ্য পুস্তক লিখে গেছেন তিনি। তিনি লিখেছেন ছোট উপন্যাস ও ছোট গল্প। 'The Unknown Masterpiece';The Fatal Skin' গল্প হলেও দুটি ছোট উপন্যাস। বিচিত্র রসে ভরা অসংখ্য গল্প লিখেছেন তিনি। তাঁর 'An Episode of the Reign of Terror' 'A passion in the Desert' গল্পে যথাক্রমে ফরাসী বিপ্লবের বিভীষিকাময় রক্তস্নাত দিনগুলির ইতিবৃত্ত এবং পশু ও মানুষের আদিম কামনার সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া তাঁর 'La grande Breleche', 'A Seashore Drama', Falico Cane 'Christ in Flanders ' ও তাঁর 'Droll Stories' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজজীবনের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। ব্যালজাকের গল্পে ঘটনার প্রভাব ছিল, আঙ্গিকের দুর্বলতা, সংগতির অভাব গল্পগুলিকে আধুনিক ছোটগল্পের মর্যাদা দিতে পারে না। কিন্তু ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রাথমিক লেখক হিসাবে ব্যালজাক স্মরণীয়।

ব্যালজাকের পর বলতে হয় ভিক্তর হ্যুগোর কথা। ভিক্তর হ্যুগোর 'Claude Gueux ' নামে গল্পটি শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ভিক্তর হ্যুগোর সমসাময়িক কবি মুসে, জর্জ সাঁদ ও মেরিমে লিখেছেন ছোটগল্প। তবে প্রস্পের মেরিমেকে আধুনিক ছোটগল্পের প্রথম সার্থক রূপকার বলা চলে। এক একটি সামান্য সূত্র অবলম্বন করে তাঁর গল্প রস জমে উঠেছে। 'Mateo Falcon' 'Tamango' 'The Blue Room' প্রভৃতি গল্পে আদিম মনের অদ্ভুত সংস্কার, ক্রীতদাস ব্যবস্থা, তরুণ তরুণীর প্রত্যাশিত মিলনের বাধাপ্রাপ্ত চিত্র অপূর্ব কৌশলে বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর 'The Game of Back Gammon' 'The Etruscan Vase' গল্পেও বাগরীতির পরিমিতিবোধ, কাহিনীর কেন্দ্রমুখী ঐক্য, নাটকীয়তা ও ব্যঞ্জনাধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গল্প সম্ভার ব্যাপক না হলেও ফরাসী গল্প সাহিত্যের লেখক হিসাবে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। আধুনিক গল্পের অগ্রপথিক হিসেবেও মেরিমের নাম বিশ্বসাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মেরিমের পর ফরাসী সাহিত্যে ছোটগল্প লিখেছেন ফ্লোবেয়ার, তুর্গেনেভ, জোলা, গোতিয়ে, জর্জ সাঁদ, দোঁদে প্রমুখ লেখক। এদের মধ্যে জোলাকে কেন্দ্র করে একদল তরুণ সাহিত্যিক

গোষ্ঠীর' ন্যাচারালিস্টস্কুল' নামে আত্মপ্রকাশ করেন । এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক ছিলেন গী - দ্য মোপাসাঁ । ফরাসী দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে চরম বিশৃঙ্খলা আর অভিজাত সম্প্রদায়ের নৈতিক অধঃপতনের দিনে দুরারোগ্য ব্যাধিযুক্ত বিষাদগ্রস্ত মোপাসাঁর আবির্ভাব । সমকালীন জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিপর্যস্ত মানুষের পরাভব চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে মোপাসাঁর গল্পে । দশ বছরের মধ্যে তিনি লিখেছেন প্রায় তিনশত গল্প । প্রসন্নতা বা সুখের স্পর্শ তাঁর গল্পে নেই, আছে দুর্গত অসহায় মানুষের জীবন চিত্র । প্রতিটি গল্পেই আছে অপ্রত্যাশিত চমক ও চাবুকমারা পরিসমাপ্তি । তাঁর ছোটগল্পগুলি শুধু গল্প নয়, মানুষের আত্মিক যন্ত্রণার প্রতিরূপ। 'The Necklace', ' A Divorce Case', 'The Return', 'A Widow', 'The little Cask', 'A Duel', Boule de Suif' প্রভৃতি গল্পে মোপাসাঁর শিল্প প্রতিভার আশ্চর্য নিদর্শন মেলে । মোপাসাঁর সমসাময়িক ছিলেন আলফঁস দোদে । কাহিনী বিস্তার নয়, একটি মুহূর্ত, একটি চিন্তা ও অনুভব তাঁর গল্পের উপকরণ । ক্লাইমাক্স বিহীন গল্পও যে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠতে পারে দোদের গল্প তাঁর প্রমাণ ! যুদ্ধের পটভূমিতে তিনি লিখেছেন 'The little Pies', 'Le Porte-Drapeu', ' Les Trois Corbeauy', 'La Derniere Classe', 'The Siege of Berlin ' প্রভৃতি গল্প । 'The lesson ' গল্পে দেশপ্রেম উথলে উঠেছে ।

উনিশ শতকের ফরাসী ছোটগল্পের পরই রাশিয়ার গল্প লেখকদের কথা এসে পড়ে । আধুনিক রুশ সাহিত্যের জন্মদাতা আলেকজান্ডার পুশকিন । তাঁর নভেলা ও ছোট গল্প রুশ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল । 'Queen of spades', 'The shot' Dubrovsky, 'Snowstorm ' প্রভৃতি গল্পে পুশকিনের প্রতিভার পরিচয় স্পষ্ট । পুশকিনের পর নিকোলাই গোগোল সেন্ট পিটার্সবার্গকে তাঁর পটভূমি করে লিখেছেন অনেক গল্প । ' ওভারকোট ; ' দি ক্লোক ' , প্রভৃতি গল্প লিখে শোষিত মানুষের মর্মবেদনা ও দরিদ্র কেরানীর জীবনযাত্রার চিত্রটি তিনি তুলে ধরেছেন । রুশ লেখক তুর্গেনিভ লিখেছেন নভেলা, ছোট গল্প ও স্কেচ জাতীয় রচনা । তাঁর 'Ermolai and the Miller's wife', 'The Living Relic,' ' Khor and Kalynich '

প্রভৃতি গল্পে প্লট না থাকলেও মাধুর্য্য আছে ।'War and peace ' এর বিখ্যাত লেখক লিও তলস্তয় গল্প ও লিখেছেন । কৃষক, শ্রমিক, দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের জীবনের রূপকে তিনি প্রতিফলিত করেছেন গল্পে । তাঁর 'Two pilgrims','What Men live by', 'Devil's Gold','Where love is' 'Ivan the foo',/ গল্পগুলি বাইবেলের গল্পের মতো চিরসুন্দর । ছোটগল্পে মোপাসাঁর পাশে যিনি স্থান করে নিয়েছেন তিনি রাশিয়ার গল্প লেখক আন্তনচেকভ । অতি পরিচিত জীবন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে অতিতুচ্ছ বিষয় কি করে গল্পের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে চেকভ সেইটিই দেখালেন তাঁর গল্পে । চেকভের গল্প পড়ে গোর্কি বলেছেন, "Reading the works of Chekov makes one feel as if it were a sad day in late autumn." [2] "Death of a Clerk', The Lady with the dog', ' The Darling', 'The School Mistress';The Mask'

প্রভৃতি গল্পে চেকভ কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবি ও অভিজাত সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনকে তুলে ধরেছেন । তৎকালীন সমাজ বিকৃতি, বঞ্চিত, পীড়িত মানুষের প্রতি মমতা, ব্যঙ্গ-কৌতুক, রোমান্টিকতা, মনস্তত্ত্ব সব মিলে তাঁর গল্পের গুণে মুগ্ধ বিশ্বের অনেক গল্পকার তাঁকে 'The Master' বলে শ্রদ্ধা জানান । চেকভের পর রুশ সাহিত্যের বিখ্যাত ম্যাক্সিম গোর্কী উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ লিখে জনপ্রিয় হলেও তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি অসংখ্য ছোট গল্প । তাঁর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে লেখা গল্পে তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের চিত্র যেমন ছড়িয়ে আছে তেমনি ভলগার তটের ও কৃষ্ণসাগরের তীরভূমির সাধারণ মানুষের বাস্তবজীবন শিল্পীত হয়েছে ।তাঁর 'Twenty Six Men and a Girl', 'Malva', ' Once in the Autumn', 'Birth of a Man', 'A man is Born ' গল্পে আশ্চর্য গল্প রচনা কৌশলের পরিচয় আছে ।

জিয়োভানি বোক্কাচিয়োর গদ্য ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ইংল্যান্ড-এ পৌঁছুলে জিওফ্রে চসার তাঁকে কাব্যে রূপায়িত করলেন । পরবর্তীতে তারই অনুসরণে শেক্সপীয়ার লিখলেন নাটক । আসলে ইংল্যান্ড ছিল কবিতা ও নাটকের দেশ । ছোট গল্পের ফসল রাশিয়া ফ্রান্সের মতো সে দেশের মাটিতে এত ব্যাপক ভাবে জন্মাতে পারে নি ।

---

২ । Antonchekhov : Selected works,(Volume one,stories),1979 Progress Publishers,Moscow, Page - 17

ডানিয়েল ডেফোর' রবিনশন ক্রুসো' জন বানিয়ানের ' পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' অ্যাডিসনের ' স্পেকটেটর' , জোনাথন সুইফটের । গ্যালিভার্স ট্রাভেলস' প্রভৃতি গ্রন্থে ছোট গল্পের যে বীজ সুপ্ত ছিল ইংরেজী সাহিত্যে রবার্ট লুই স্টিভেনসন তা থেকেই রূপ দিলেন ছোট গল্পের । তাঁর গল্পে রোমান্স কাহিনীর গাঁথুনি , বিন্যাসকৌশল , রহস্য ও বিস্ময়-সৃষ্টিকারী উপাদানের ব্যবহার তাঁকে সার্থক গল্পকারের মর্যাদা দিয়েছে । 'The New Arabian Nights', 'Tresure Island', ' The strange case of Dr. Jeky II and Mr. Hyde' - সবই শিহরণ ভীতিতে পরিপূর্ণ রোমাঞ্চ কাহিনী । তাঁর 'The Saratoga Trunk' 'The Suicide', 'Impin the Bottle' প্রভৃতি তাঁর ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে দক্ষতার প্রমাণ দেয় । উনিশ শতকে ইংল্যাণ্ডে তেমন ছোট গল্পের লেখকের আবির্ভাব না হলেও বিশ শতকে লরেন্স , বেটস , গ্রাহামগ্রীন , স্করষ্টার প্রমুখ লেখক ছোটগল্প লিখে আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান হয়েছেন । এ ছাড়া অস্কার ওয়াইল্ডের 'Happy Prince' ও 'Selfish Giant' জোসেফ কনরাডের 'Heart of Darkness', ' Typhoon', 'The Secret sharer ' রাডিয়ার্ড কিপলিংয়ের 'Plain Tales from the Hills' 'Jungle Book' ^ উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী ছোট গল্পের জগতকে কিছুটা বিস্তৃতি দিয়েছে ।

জার্মান সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রচেষ্টা বেশী না হলেও মোপাসাঁর গল্পরীতি এবং চেকভের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে জার্মান গল্পলেখক সুডারম্যান তাঁর 'The New Year's Eve Confessions' গল্পে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে শিল্প সার্থকতা লাভ করেছেন ।

মার্কিন ছোট গল্পের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে ওয়াশিংটন আরভিঙের কথা । তাঁর 'Sketch Book' এর বিখ্যাত রচনা হল 'Rip Van Winkle' এর বিচিত্র কাহিনী । ছোট গল্পের সংকেত রচনায় তিনিই মার্কিন সাহিত্যের অগ্রদূত । আরভিঙের পথ ধরেই মার্কিন সাহিত্যে ছোট গল্পের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এডগার অ্যালান পো । ব্যক্তিগত জীবনে দুঃস্বপ্ন , দুর্ভাবনা আর অথৈ বিড়ম্বনার মধ্যে পো উপহার দিলেন অসংখ্য ছোট গল্প । 'The Black Cat', 'The Pit and the Pendulam', 'The Masque of the Red death', 'Legia', 'The Fall of the House of ushers', 'The Tell-Tale Heart '

প্রভৃতি গল্পে মৃত্যুপাণ্ডুর দুঃস্বপ্নের চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। চিররুগ্না বালিকাবধূ ভার্জিনিয়া ক্লেমের অকাল মৃত্যুতে পোর জীবন দুঃখ বেদনায় ভরে যায়। গল্পে তারই প্রতিফলন আছে। এ ছাড়া মার্কিন গল্প লেখক ন্যাথানিয়েল হথর্নের 'Twice Told Tales' শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন হিসেবে পরিচিত। হেনরী জেমসের 'The Turn of the Screw', 'The Beast in the Jungle', 'Sir Edmund or me' গল্পে বিজ্ঞানসম্মত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের মার্কিন ছোট গল্পকার ও হেনরী তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে লিখেছেন অনেক গল্প। তাঁর 'The Gift of the Magi, 'An unfinished Story', 'The Furnished Rdom,' 'The Sky light Room' প্রভৃতি গল্পে নরনারীর দৈনন্দিন জীবনকেই উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে গল্পরস জমিয়ে তুলেছেন।

৪. উনবিংশ শতাব্দীতে সারা বিশ্বে যখন ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে স্বর্ণযুগ তখন বাংলা দেশেও আবির্ভাব ঘটে শক্তিমান গল্প লেখক রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথই আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের অগ্রদূত। অবশ্য ছোটগল্পকার হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশের পূর্বে বাংলাদেশের অনেক লেখক তাঁর গল্প রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ' ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সফল স্বপ্ন'' অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক অংশে কাহিনী ও ঘটনা বৈচিত্র্য স্থান পেয়েছিল। পাশ্চাত্য নভেলার সাথে এ দুটি কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। এ ছাড়া ভবানীচরণের ' নববাবু-বিলাস', প্যারীচাঁদ মিত্রের ' আলালের ঘরের দুলাল', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নক্সা' স্কেচ্ জাতীয় রচনা হলেও ঘটনাপ্রবাহে, চরিত্র ও কাহিনী সৃষ্টির অনবদ্যতায় এইগুলি বাংলা ছোটগল্পের সূত্রপাত ঘটায়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও ' রাধারানী', যুগলাঙ্গুরীয়' লিখে বাংলা সাহিত্যে গল্প রচনার পটভূমিকা তৈরী করেছিলেন। তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও' লোকরহস্যের' ব্যঙ্গাত্মক রচনার মধ্যে ফুটে উঠেছিল ছোট গল্পের সংকেত। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন

'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', 'উদাসিনী' গল্প। কাহিনীর ঐক্য ও ঘটনার অনিবার্য উপস্থিতি না থাকলেও 'দামিনী' গল্পে ছোটগল্পের সংকেত পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীও লিখেছেন অনেক গল্প। 'নবকাহিনী' গ্রন্থে এই গল্পগুলি স্থান লাভ করেছে। 'ভীমসিংহ', 'লজ্জাবতী', 'যমুনা', 'প্রতিশোধ' ও 'রক্তপিপাসু' প্রভৃতি গল্প রচনায় স্বর্ণকুমারী কখনো ঐতিহাসিক উপাদানকে আশ্রয় করেছেন, কখনো কল্পনা, কখনো ঘটনা, বিভীষিকার চিত্র অঙ্কন করেছেন।

'ভারতী' পত্রিকা সেকালের অনেক লেখককে ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে প্রেরণা দিয়েছিল। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই পত্রিকাতেই লিখতেন। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে আছে রোমান্সের প্রাধান্য। 'কোনো বিশেষ ব্যক্তি জীবনের মূল ভূমি থেকে সেসব গল্পের জন্ম হয়নি। মানুষের চিরন্তন রোমান্টিক বাসনার বৃন্তে গল্পগুলি যেন সব প্রেম - বিধুরতায় গড়া অরূপ - কুসুম।' [৩] 'মুক্তি', 'দুইবার', 'মায়াবিনী' এই ধরণের গল্প। গল্প লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ভারতী' পত্রিকার পাতায় পাতায় তিনি যে গল্প লিখেছেন তা কেবল 'শকুন্তলা - ক্ষীরের পুতুল' জাতীয় শিশুগল্প নয়, 'রাজকাহিনীর' মতো সব বয়সের মানুষের উপযোগী গল্প। অবনীন্দ্রনাথ মূলতঃ শিল্পী। তাঁর গল্পে তাই গল্পের প্রচ্ছদে তিনি জীবনেরই ছবি এঁকেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গল্প লেখকদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন সম্পূর্ণ নতুনরূপের গল্প রচনা করে। ভূতের গল্প, সাপের গল্প, বাঘের গল্প, চোর ডাকাতের গল্প বলে তিনি বাংলা গল্পের আসর জমিয়ে তুলেছেন। 'ডমরুচরিত' 'ভূত ও মানুষ' 'মজার গল্প' ও 'মুক্তমালা' তাঁর গল্প সংকলন। ভূতের গল্প, অলৌকিক গল্প, সাধারণ গল্প, কৌতুক ও ব্যঙ্গগল্প ছাড়া রূপকথাজাতীয় গল্প লিখে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। 'এ ঠিক বিলাতী মর্যাদায় সাজানো বৈঠক - খানার গল্প নয় - চণ্ডীমণ্ডপে বটে - মাঠে গাছের ছায়ায় - যেখানে সেখানে বসেই এ গল্প জমে উঠতে পারে।' [৪]

---

৩. ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার - ২য় সংস্করণ, ১৩৮২
মডার্ন বুক এজেন্সী, পৃষ্ঠা -১৭৭

৪. রথীন্দ্রনাথ রায় : ছোটগল্পের কথা, পুস্তক বিপণি সংস্করণ, ১১৮৮,
পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ৮৭

উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প লেখক। রবীন্দ্রনাথ তখনও 'প্রভাত সঙ্গীত' ও 'কড়ি ও কোমল' লেখায় ব্যস্ত। এদিকে বিশ্বসাহিত্য ছোটগল্পের অফুরন্ত সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা, ইংল্যান্ডের গল্পলেখকেরা সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে লিখে চলেছেন অসংখ্য ছোটগল্প। ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে পৌঁছায় কালের আহ্বান। সেই আহ্বানের সাথে এসে মিশেছে 'হিতবাদী' 'সাধনা', 'ভারতী' 'সবুজপত্র' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার আহ্বান। কবি জীবনের যে অপূর্ণতা রবীন্দ্রনাথের অন্তরকে দগ্ধ করেছে গল্পগুচ্ছের বারি প্রকৃত সেই অপূর্ণতাকে দূর করার জন্যে ছোটপ্রাণ ছোটব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথাকে তিনি প্রতিধ্বনিত করলেন তাঁর গল্পে। তাঁর 'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'ত্যাগ', 'শাস্তি' প্রভৃতি গল্পে আমাদের চিরপরিচিত প্রাত্যহিক জীবনের সহজসরল মানুষের জীবন্তরূপ প্রকাশ হয়ে ওঠে। কবিতায়, উপন্যাসে বা নাটকে যাদের কথা তিনি বলতে পারেননি, পূর্ববাংলার পদ্মাতীরের শিলাইদহে জমিদারী দেখাশুনার ফাঁকে ফাঁকে সেইসব মানুষকেই তিনি দেখেছেন এবং গল্পগুচ্ছে তাদের জীবনেরই ছবি তুলে ধরেছেন। গল্পগুলিতে পদ্মাতীরের ছায়াসুনিবিড় ছোট ছোট গ্রাম, বাংলার ঋতু পর্যায়, বাংলার গ্রামীণ পরিবার তাদের দুঃখদৈন্য পীড়িত জীবন, শস্যসমৃদ্ধ প্রকৃতির যেন বাঙময় হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির সাথে মানব জীবনের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে 'ছুটি', 'সমাপ্তি' 'অতিথি' প্রভৃতি গল্পে। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নষ্টনীড়', 'তিনসঙ্গী', 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্প রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য গল্প নির্মাণ-কুশলতার পরিচয় বহন করে।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নিয়েই বাংলা ছোটগল্পের পরিধি আরও ব্যাপক আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ছোটগল্পের প্রতিভাধর লেখক হলেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরীর গল্প মজলিশিগল্প। 'চারইয়ারী কথা', 'নীললোহিত', 'ঘোষালের ত্রিকথা' রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সহ 'গল্পসংকলন' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর নীললোহিতের গল্পগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য। 'নীললোহিতের আদি প্রেম' 'নীললোহিতের সৌরাষ্ট্র লীলা' 'নীললোহিতের স্বয়ম্বর' গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য।

148831 1 OCT 2002

রবীন্দ্রসমসাময়িক গল্প লেখকদের মধ্যে আরেকজন খ্যাতিমান গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলি হল 'নবকথা', 'দেশী' ও 'বিলাতী', 'গল্পাঞ্জলি', 'গল্পবীথি', 'পত্রপুষ্প', 'যুবকের প্রেম' ও 'অন্যান্য গল্প' প্রভৃতি। গল্পরীতির বিশিষ্টতার জন্যে তিনি আজও জনপ্রিয়। ঘটনাবাহুল্য-বর্জন, কৌতুকরসের আশ্রয়, চরিত্রচিত্রণের কৌশলই তাঁকে শ্রেষ্ঠ গল্পকারের মর্যাদা দিয়েছে। তাঁর 'মাস্টার মশায়' 'বলবান জামাতা' 'প্রণয় - পরিণাম' 'নিষিদ্ধফল', 'খালার দণ্ড', 'গহনার বাক্স' প্রভৃতি গল্পে তিনি শিল্পক্ষম 'ঘটনা বিন্যাস কৌশলে উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় সফল হয়েছেন। এছাড়া তাঁর 'বিবাহের বিজ্ঞাপন', 'ফুলের মূল্য', 'খালাস', 'দেবী', 'কাশীবাসিনী', 'প্রণয় - পরিণাম', 'আদরিণী', 'বাজীকর', 'মাদুলী', 'বিষবৃক্ষের ফল' খুবই জনপ্রিয় গল্প।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা মূলতঃ ঔপন্যাসিকের। শরৎচন্দ্র কাহিনীকার। কাহিনীর পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তি রচনাতেই তাঁর পরিতৃপ্তি। ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরে কাহিনীর মুক্তি নেই বলে শরৎচন্দ্র আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলিকে ছোটগল্পের বাঁধনে বেঁধে উপন্যাসেই তা প্রকাশ করতে ভালো বাসেন। তবুও যে গল্পগুলি তিনি লিখেছেন সেইগুলিতে মানুষের প্রতি তাঁর অন্তরের অকৃত্রিম সহানুভূতিই চরিত্র ও ঘটনা প্রাধান্যের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। 'মন্দির', 'কাশীনাথ', 'মামলার ফল', 'পরেশ', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'অভাগীর স্বর্গ' ও 'মহেশ' গল্পে শরৎচন্দ্রের আশ্চর্য রচনাশক্তির প্রমাণ আছে। 'মহেশ' গল্পে বাংলাদেশের শোষিত, নির্যাতিত কৃষকজীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে গফুরের দুঃখময় জীবন।

'রাজশেখর বসু' পরশুরাম ছদ্মনামে ব্যঙ্গকৌতুকপূর্ণ গল্প লিখেছেন। নয়টি গল্প সংকলনে প্রায় একশো গল্পের কোথাও তিনি বিশুদ্ধ কৌতুক হাস্য পরিবেশন করেছেন, কোথাও সামাজিক স্যাটায়ারকে চিত্রিত করেছেন, আবার কোথাও তাঁর প্রধান অবলম্বন ব্যঙ্গ। তাঁর গল্পের ভাষা, সংলাপ ও শিল্পকৌশলই তাঁকে

প্রতিবাদ করেছে। এই কারণেই পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা', 'গুণ্ডীসাহেব', 'লম্বকর্ণ', 'মহেশের মহাযাত্রা', 'যযাতির জরা', 'কৃষ্ণকলি' প্রভৃতি গল্প পাঠকের মনকে নাড়া দেয়।

এছাড়া রবীন্দ্রসমসাময়িক গল্প লেখক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র সুধীন্দ্র - নাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমারের সমসাময়িক জলধর সেন, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, প্রকাশচন্দ্র দত্ত, সরোজকুমারী, যোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়, সরোজনাথ ঘোষ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছোটগল্পকার বাংলাগল্পের জগতকে সমৃদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রোত্তর যুগে শরৎচন্দ্রের পর বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী, ইন্দিরা দেবী, শৈলবালা ঘোষ জায়া, শান্তাদেবী, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ছোটগল্পের অঙ্গনে বিচিত্র রসের গল্প ঢেলে দিয়েছেন। এই ভাবেই বাংলা ছোটগল্প এসে পৌঁছেছে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাংলাদেশে 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি' পত্রিকার যুগে।

৫. বাংলা সাহিত্যে কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই রবীন্দ্র - শরৎচন্দ্রোত্তর কথাসাহিত্যে 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি' পত্রিকার লেখকবৃন্দ প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর সমাজ জীবনের ভাঙন ও বিপর্যয়ের রূপকে প্রত্যক্ষ করে সাহিত্যে একটা নতুন কিছু আমদানী করার চেষ্টায় ছিলেন চঞ্চল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ তরুণ লেখকগোষ্ঠীর চিন্তা - চেতনায় তখন তারুণ্যের উচ্ছ্বাস যৌবনের উন্মাদনা ও সুপ্রচঞ্চলতা লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি রবীন্দ্র বিরোধী চেতনায় এই নবীন লেখকবৃন্দ বাংলা সাহিত্যকে প্রচণ্ড জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছিলেন। দারিদ্র, হতাশা, নৈরাশ্য, পারিবারিক জীবনের চরম বিপর্যয়,

নেতিবাচক চেতনা ও উদ্দামযৌবন চাঞ্চল্যে সেদিনের কল্লোলের লেখকবৃন্দ নতুন সাহিত্য রচনা করে বাংলাদেশের মানুষের মনকে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন । এছাড়া দেশব্যাপী রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন , রুশবিপ্লব , অসহযোগ আন্দোলন , ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের প্রচার ও প্রয়োগ , মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব তরুন লেখকবৃন্দের চিন্তা শক্তিতে ঢেউ তোলে । ফলে শৈলজানন্দ , অচিন্ত্যকুমার , প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুকে অনুসরণ করে মনীশ ঘটক , জগদীশ গুপ্ত , দীনেশ রঞ্জন দাশ , গোকুল চন্দ্র নাগ এসে যোগদেন কল্লোল গোষ্ঠীতে । 'কল্লোল' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১৩৩০ সালে । পরবর্তীতে ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত হয় কালিকলম এবং প্রগতি প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালে । তখন থেকেই এই লেখকবৃন্দের ছোটগল্প প্রধানতঃ পত্রিকাত্রয়ের মধ্যদিয়েই আত্মপ্রকাশ করতেথাকে ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রথমে কল্লোলের শিবিরে এসে যোগ দিয়েছিলেন । তারাশঙ্করের গল্প রসকলি (কল্লোল ১৩৩৪ ফাল্গুন , ১৯২৮) , 'হারানো সুর' (কল্লোল , ১৩৩৫ বৈশাখ , ১৯২৮) ও 'স্থলপদ্ম' (শ্রাবণ , ১৩৩৫) প্রকাশিত হয় । কিন্তু তারাশঙ্কর কল্লোলের কালের হয়েও কল্লোলগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন না । তারাশঙ্করের মতো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথেও কল্লোলযুগের তরুণ লেখক গোষ্ঠীর যোগ ছিল না । তাঁরা দুজনেই ছিলেন গ্রামীণ জীবনের রূপকার । 'কল্লোল' ছেড়ে 'উপাসনা' , 'শনিবারের চিঠি' , 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তারাশঙ্কর । বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকাশক্ষেত্র ছিল 'বিচিত্রা' । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কল্লোলের কালের হয়ে 'কল্লোল' বা 'কালি-কলম' পত্রিকাতে কোন লেখা প্রকাশ করেননি । তাঁদেরই পাশাপাশি 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'বিচিত্রা', 'অলকা' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেন বেশকিছু গল্পলেখক । 'কল্লোলের বিশেষ মেজাজ ও জীবনদর্শন তাঁদের উপজীব্য ছিল না । কল্লোল গোষ্ঠীর দারিদ্র , হতাশা আর উগ্র যৌন চেতনাকে তাঁরা সাহিত্যের সামগ্রী হিসেবে গ্রহন করলেন না । এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লেখক হলেন বিভূতিভূষণ রুদ্র

মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল অবধি অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বসমর পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করার কাজে এই লেখকবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

তারপর আসে দ্বিতীয় মহাসমর। ইতালি, জার্মান, জাপানের আক্রমণকারী মনোভাব বিশ্বে আতঙ্কের বাতাস ছড়িয়ে দেয়। একদিকে জার্মানী - ইটালী - জাপান ও অন্যদিকে রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন - ফ্রান্স এই দুই শিবিরে পৃথিবী বিভক্ত হয়ে যায়। হিটলারের দানবীয় আক্রমণে পৃথিবী আতঙ্কে শিউরে ওঠে। কলকাতার আকাশে জাপানী বোমারু বিমানের আনাগোনায় আতঙ্কগ্রস্ত মহানগরের বুকে জনশূন্যতা নেমে আসে। শুধু মহাযুদ্ধ নয়, মহাযুদ্ধের পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় পঞ্চাশের মন্বন্তর। একদিকে দরিদ্র অসহায় মানুষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পথে প্রান্তরে পঁচে পঁচে মরে, আকাশে ওড়ে শকুন। অন্যদিকে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরার মড়কে বাংলাদেশ ছেয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে গ্রামগুলো শ্মশানে পরিণত হয়ে যেতে থাকে। নিরুপায় ভবিষ্যৎ নিয়ে সহায়সম্বল ফেলে রেখে গ্রামের মানুষ শহরের দিকে ছুটে আসতে থাকে জীবিকার সন্ধানে। যারা গ্রামে থাকে তারাও দুর্ভিক্ষ, ভয়াবহ বস্ত্রসংকটে বিপন্ন দিন কাটাতে থাকে। লজ্জা নিবারণের কাপড়ের অভাবে মেয়েরা সারাদিন গৃহেই অন্তরীণ থাকে। আর এই সুযোগে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী চোরাকারবারে লিপ্ত থেকে, খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল দিয়ে বাজারের খাদ্য শস্য গুদামে মজুত রেখে উঁচু দামে বিক্রী করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কুড়িয়ে নিতে থাকে। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা আন্দোলন, হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা ভাগচাষী আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা, কন্ট্রোল, কালোবাজার, মালিক - শ্রমিক দ্বন্দ্ব এসবের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের বড়ই দুর্দিন ঘনিয়েই এসেছিল। এমনকি শহরের পতিতাপল্লীতে বাংলার গৃহলক্ষ্মীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে বিক্রী করে এক শ্রেণীর অর্থপিশাচ মানুষ অর্থ সঞ্চয়ে ছিল ব্যস্ত। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্বে একদিকে দেশের পরাধীনতা ইংরেজ শাসকের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রক্তময়ী মুক্তি-

সংগ্রামের পথ ধরে সারা দেশে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আগস্ট আন্দোলন, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দাবী - দাওয়া নিয়ে দেশব্যাপী প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে - এমনই এক সময়ে বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কথা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'উপনিবেশ' উপন্যাসের মধ্যদিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথম উপন্যাসেই জীবন ও ইতিহাস সম্পর্কিত আশ্চর্য দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটিয়ে পাঠক সমাজকে চমকে দিয়েছেন তিনি। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৯৪৪ সালে তাঁর 'উপনিবেশ' প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর থেকে বহু উপন্যাস, বহু ছোটগল্প, শিশু সাহিত্য, প্রবন্ধ, নাটক, সাহিত্য সমালোচনা মূলক গ্রন্থ লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের পাশে স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সবচেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁর ছোটগল্প রচনার জন্যে। ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে 'বীতংস' গল্পগ্রন্থ প্রকাশের মধ্যদিয়ে। 'বীতংস' তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ। ১৩৫২ সালের নববর্ষ দিবসে গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে গল্পকার হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁর অনুপ্রেরণায়-তিনি 'দেশ' এর তৎকালীন সহ-সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। তিনিই তাঁকে গল্প রচনায় উৎসাহ দিয়ে 'দেশ'র পাতায় স্থান করে দিয়েছিলেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমে সাপ্তাহিক 'দেশ' এ কবিতা লিখতেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠিতে বিষ্কৃত হয়ে তিনি কবিতা ছেড়ে দিয়ে গল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এর পরের কথা তিনি নিজেই বলেছেন, 'দেশ থেকে বিচিত্রা', বিচিত্রা থেকে পরিচয়ের চিঠি - তারপর এখানে ওখানে। প্রার্থী পেলাম পরিচয়ের সজনীদাকে, 'বিচিত্রা'র উপেন গঙ্গোপাধ্যায়কে। নিজের খেয়ালখুশিতে লিখে চললাম।'[৫] কিছুদিনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের অনেক প্রতিষ্ঠিত ছোটগল্পকারদের মধ্যে এই নবীন ছোটগল্প লেখক তাঁর যোগ্য আসনটি দখল করে নেন।

- -

৫. জ্যোতিপ্রসাদ বসু : গল্পলেখার গল্প, ১৩৫৩, ১ম সংস্করণ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, পৃষ্ঠা - ১১৪